মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ১০৪ | বর্ষঃ ১২ | অক্টোবর-২০১৭

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে

মাদকের অবৈধ চোরাচালান ও ক্রমবর্ধমান আসক্তি মোকাবেলার জন্য নোডাল এজেন্সী হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করছে। নতুন নতুন মাদকের আবির্ভাব, সময়ের সাথে মাদক পাচার ও আসক্তির চরিত্র বদলের প্রেক্ষাপটে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একে ঢেলে সাজানো সময়ের অনিবার্য দাবী। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত জনবল ১৭০৬ জন। এ জনবলের একটি বড় অংশ মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনবার্সন কেন্দ্রের জন্য মঞ্জুরীকৃত। বর্তমানে অধিকাংশ জেলায় মাদক অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনার জন্য কোন যানবাহন বরাদ্দ নেই এবং মঞ্জুরীকৃত জনবল মাত্র ০৬ জন। এ স্বল্প জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে অধিদপ্তরের নিরস্ত্র সদস্যরা মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অসমযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বর্তমান বাস্তবতায় প্রয়োজনীয় লোকবলের সাথে আধুনিক যন্ত্রপাতির সংযোজন ঘটিয়ে একটি চৌকস সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্টসহ একটি পরিবর্তিত ও যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এটি বাস্তবায়ন করা হলে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, দেশে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং সর্বোপরি দেশকে মাদকাসক্তিমুক্ত রাখা সহজ হবে।

২০ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট ও সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিক্যুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার বিষয়ের ওপর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ২০ তম ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মহোদয় ২০ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং উদ্বোধন করেন

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জামাল উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার পরিচালক জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডা. সৈয়দ ইমামুল হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন তাদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

২০ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের গ্রুপ ছবি

এ প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ১৬ জন মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে ৪ জন ট্রেইনি, ৫ জন এডুকেটর, ২ জন কাউন্সেলর এবং ৬ জন প্রোগ্রাম অফিসার বা প্রশাসনিক অফিসার ও ম্যানেজারসহ মোট ৩৩ জন অংশ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জামাল উদ্দীন আহমেদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় ২০ তম ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন

মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে গঠিত কোর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে গঠিত কোর কমিটির প্রথম সভা গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। মহাপরিচালক সভায় কোর কমিটি গঠনের পটভূমি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি সভাকে জানান মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে করণীয় নির্ধারণের জন্য ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভায় ১. স্ট্র্যাটেজিক কমিটি, ২. এনফোর্সমেন্ট কমিটি ৩. মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি নামে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। তন্মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে গঠিত এনফোর্সমেন্ট কমিটির সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে কোর কমিটি নামে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়। দেশে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রস্তুত, মাদকবিরোধী অভিযানে আন্তঃবাহিনী সমন্বয় বৃদ্ধি, মাদকবিরোধী অপরাধ দমনে একটি এ্যাকশন প্লান তৈরি, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদকবিরোধী অভিযানের জন্য স্ট্রাইকিং ফোর্স গঠন ও পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেয়াসহ মাদক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোর কমিটির উক্ত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান
নিরোধ শিক্ষা অধিশাখার কার্যক্রম

সেপ্টেম্বর/ ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে বিভিন্ন মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান সংক্রান্ত গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্যঃ

বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	মাদকবিরোধী সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শ্রেণি বক্তৃতা	মাদকবিরোধী মাইকিং	শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন
ঢাকা	৯১	৫৮	১৩	১৮
চট্টগ্রাম	৭৩	৩০	০৪	১১
রাজশাহী	৪০	৯১	১৭	০
খুলনা	৬৭	১৫	১১	১৪
ববিশাল	২৬	১৮	০২	০১
সিলেট	৪৯	১৬	০	০৬
মোট	৩৪৬	২২৮	৪৭	৫০

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

সেপ্টেম্বর/ ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭৪৮৮	৫০১৬	২৪৭২	৬৬.৯৫%
চট্টগ্রাম	৪৭০৮	৪৩৮৫	৩২৩	৯৩.১৩%
রাজশাহী	১০১৭০	৮৯৫৫	১২১৫	৮৮.০৫%
খুলনা	৪৪৮৭	৩৮৩৩	৬৫৪	৮৫.৪২%
বরিশাল	৪০২৯	২২৮০	১৭৪৯	৫৬.৫৮%
সিলেট	১১৭৫	১১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২০৫৭	২৫৬৪৪	৬৪১৩	৭৯.৯৯%

কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৫৮%)।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : মোঃ মফিদুল ইসলাম
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক: মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

- সংখ্যা : ১০৪
- বর্ষ : ১২
- অক্টোবর : ২০১৭

সাইকেল ভ্রমণের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা

"এসো তরুণ খেলার মাঠে, নিও না মাদক হাতে" মাদকবিরোধী এই শ্লোগান নিয়ে ৭০ জন সাইকেল আরোহী ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে সাইকেল ভ্রমণ করেন।

৭০ জন সাইকেল আরোহী র‍্যালী নিয়ে আশুগঞ্জের পথে

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ ভোর ৫ টায় ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে তারা আশুগঞ্জ পৌঁছে এবং উপজেলা হল রুমে এসে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, আশুগঞ্জ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ও রাজদিঘী মৎস্য সমিতি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ ইকবাল হোসাইন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ আবু সাইদ, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ বাহাউদ্দিন, আশুগঞ্জ উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেহেনা বেগম, আশুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বদরুল আলম তালুকদার, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শাহিন শিকদার, আশুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাদেকুল ইসলাম সাচ্চু প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আশুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আমিরুল কায়ছার।

৭০ জন সাইকেল আরোহী র‍্যালী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে

রাতে তারা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে স্থানীয় আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে একটি সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শনিবার তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা ফিরে আসেন।

সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী যেসব কর্মসূচি পালন করা হয় তার কিছু সংবাদচিত্র :

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পটুয়াখালী বাউফল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে টাংগাইল জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের আয়োজনে জেলার কালিহাতি উপজেলায় মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়

অপারেশনাল কার্যক্রম
আইন-আদালত (সেপ্টেম্বর-২০১৭)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ভিত্তিক সেপ্টেম্বর-২০১৭ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান ঃ

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	সেপ্টেম্বর-২০১৭					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	২০১	২২৯	১৪৫	১৪৫	৩৪৬	৩৭৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৮৩	৯৫	১৪০	১৪০	২২৩	২৩৫
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৭০	৮০	৪৭	৪৭	১১৭	১২৭
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	১১৫	১৩১	১৪১	১৪৪	২৫৬	২৭৫
গোয়েন্দা শাখা	৩১	৩৫	২	২	৩৩	৩৭
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	১৫	১৮	৪৬	৪৬	৬১	৬৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	১৫	১৯	৮	৮	২৩	২৭
মোট	**৫৩০**	**৬০৭**	**৫২৯**	**৫৩২**	**১০৫৯**	**১১৩৯**

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত অবৈধ মাদকদ্রব্য পরিসংখ্যান: সেপ্টেম্বর/ ২০১৭

উদ্ধারকৃত আলামত	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আলামতের	পরিমাণ
হেরোইন	৫৫	৬১	০.৬৮৯	কেজি
কোকেন				কেজি
পচুই	৪	৪	১৪০	লিটার
গাঁজা	৪৭৬	৪৮৬	২৮৫.০০৮	কেজি
গাঁজা গাছ				টি
অবৈধ চোলাই মদ	৮০	৮৪	২২৪৩.৬৮	লিটার
মরফিন				এ্যাম্পুল
বিদেশী মদ	৮	৮	৩৫.২৫	লিটার
দেশী মদ	৩	৪	৪০	লিটার
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	২	২	১০৪৭৫	লিটার
বিদেশী মদ	৬	৫	৪৭০	বোতল
বিয়ার	১	১	২৬	ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৭	৯	৮৫.৮	লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	২০	১৯	৬১৭	লিটার
কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৬১	৭১	২৯০১	বোতল
তরল ফেন্সিডিল	২	২	২	লিটার
তাড়ী (টোডি)	৫	৫	৯৯	লিটার
বুপ্রেনরফিন (টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন)	৬	৬	৯৮	এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরফিন (বুনোজেসিক ইঞ্জেকশন)				এ্যাম্পুল
লুপিজেসিক ইঞ্জেকশন	১১	১৩	১৭৮১	এ্যাম্পুল

উদ্ধারকৃত আলামত	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আলামতের	পরিমাণ
ইয়াবা টেবলেট	২৭৪	৩২১	৮০৩০৭	পিস
রিকোডেক্স সিরাপ				বোতল
অন্যান্য	৭	৭		
নগদ অর্থ			২২৫৬৮৫	টাকা
মোবাইল সেট			১১	টি
ট্রাক			১	টি
এনার্জি ড্রিংকস (ইত্যাদি)	১৪	১৪	৩৪১৫	বোতল
ডায়াজিপাম	১৪	১৪	৫৩	টি
পিক আপ ভ্যান			১	টি
মোটর সাইকেল			৭	টি
এ্যালকোহল	১	১	৫	লিটার
পেথিডিন	১	১	৫	টি
প্রাইভেট কার			১	টি
বাইসাইকেল			৪	টি
এসকফ ও কোডিন সিরাপ	১	১	১০	বোতল
সিএনজি			১ টি	
সর্বমোট ঃ	১০৫৯	১১৩৯		

রাজধানীর বনশ্রী এলাকা থেকে ১০ হাজার ১শ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩

১০ হাজার ১শ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩

রাজধানীতে ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) এক কর্মকর্তার স্ত্রীসহ ৩জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ ভোরে রাজধানীর বনশ্রী এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১০ হাজার ১শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতারকৃতরা হলেন এসবির সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) সালাউদ্দিনের স্ত্রী তাহমিনা আক্তার, সালাউদ্দিনের বন্ধু দাবিদার পরেশ চন্দ্র দাশ ও তার স্ত্রী কুলসুম।

অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ খোরশিদ আলম জানান, গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে। গত ১৫ দিন ধরে তাদের টিম গ্রেফতারকৃতদেরকে নজরদারিতে রেখেছিল। অবশেষে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ ভোরে গ্রেফতারকৃতরা ইয়াবার চালানটি কক্সবাজার থেকে ঢাকায় এনে ভোর ৫.০০ টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন বনশ্রীর জি ব্লকের ৬ নম্বর রোডের ৮০/৩০ নং বাসায় প্রবেশ করার সময় ওঁতপেতে থাকা ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব মুকুল জ্যোতি চাকমার নেতৃত্বে একটি টিম দ্রুত বাসায় ঢুকে পড়ে। পরবর্তীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নারী সদস্যদের দিয়ে কুলসুম ও তাহমিনা আক্তারের শরীর তল্লাশি করা হয়। এ পর্যায়ে তাদের পায়ে অ্যাংলেটের মাধ্যমে বিশেষভাবে লুকানো অবস্থায় ১০ হাজার ১শ টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। এ ঘটনায় খিলগাঁও থানায় ৩ জনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদেরকে রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ খোরশিদ আলম আরও জানান, বিবিএ অনার্স পাশ তাহমিনা জানিয়েছে, তার স্বামী সালাউদ্দিন স্পেশাল ব্রাঞ্চের টিএফআই শাখায় এসআই (উপ-পরিদর্শক) পদে কর্মরত। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। তাহমিনা আরও জানিয়েছে, পলাশ চন্দ্র দাশ তার স্বামী সালাউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে দীর্ঘদিন ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত।

রাজধানীর মতিঝিল এবং রমনা এলাকা হতে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল এবং ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক ৪

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজধানীর মতিঝিল এবং রমনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল এবং ২০০ পিস ইয়াবাসহ ৪ জনকে আটক করেন।

চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানাধীন এলাকা হতে ৮ হাজার ২০০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৪

৮২০০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৪

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ রাতে চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর কোতোয়ালি থানার ফিরিঙ্গি বাজার ও নিউ মার্কেট মোড় থেকে ৮২০০ পিস ইয়াবাসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রোহিঙ্গা যুবক রশিদ আহমেদ (২৫) টেকনাফ নয়াপাড়া শরনার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা এবং অন্যরা হলেন ইয়াসমিন আক্তার (২১), নুরুল আলম (৩৩), জামাল হোসেন (২৬) এবং মো. হালিম (৩২)। তারা সবাই টেকনাফের বাসিন্দা।

অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, আগে থেকে খবর পেয়ে আলাদা আলাদা অভিযানে ফিরিঙ্গি বাজার এলাকা থেকে রোহিঙ্গা যুবক রশিদ ও ইয়াসমিনকে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়।

পরে নিউমার্কেট এলাকা থেকে অন্য দুইজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং তারা সকলেই একই চক্রের সদস্য বলে উপপরিচালক জনাব শামীম জানান।

অভিযানে অংশগ্রহণকারী পরিদর্শক জনাব তপন কান্তি শর্মা জানান, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রোহিঙ্গা যুবক রশিদ ছাড়া অন্যরা সবাই ইয়াবাগুলো পেটের ভেতরে করে নিয়ে আসছিল।

চট্টগ্রামে কোতোয়ালী থানাধীন এলাকা হতে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালী থানাধীন এলাকা থেকে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন।

চট্টগ্রামে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ জন মহিলা মাদক পাচারকারী আটক

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালী থানাধীন এলাকা হতে চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ মহিলা মাদক পাচারকারীকে আটক করেন।

চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানাধীন ফিরিঙ্গি বাজার এলাকা হতে ৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২

৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ বিকেলে চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর কোতোয়ালি থানার ফিরিঙ্গি বাজার থেকে ইয়াবাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মোঃ ইলিয়াছ (২২) উখিয়া কুতুপালং ও মোঃ হাসান (৩৫) টেকনাফের লেদা শরনার্থী শিবিরের বাসিন্দা।

অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক শামীম আহমেদ জানান, গ্রেফতারকৃত দুইজন ইয়াবা নিয়ে টেকনাফ থেকে চট্টগ্রামে আসেন। শাহ আমানত সেতু এলাকায় তারা বাস থেকে নেমে হেঁটে কোতোয়ালির দিকে যাওয়ার সময় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। ইয়াবাগুলো তারা পুটলি করে পেটের ভেতরে নিয়ে আসছিল।

চট্টগ্রামে কোতোয়ালি থানাধীন এলাকা হতে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ রাত ১১.৩০ টায় চট্টগ্রাম শহরের কোতয়ালী থানাধীন এলাকা হতে চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ ১ জন মাদক পাচারকারীকে আটক করেন।

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস ও সাইকেট্রপিক সাবস্ট্যান্স এবং মাদকদ্রব্য আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকে রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সেপ্টেম্বর' ২০১৬ এবং সেপ্টেম্বর' ২০১৭ মাসের আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	জুন' ২০১৬	সেপ্টেম্বর''২০১৭
১	ঢাকা অঞ্চল	৯৬১৫৪২৬	৮৪৩৬১৪২
২	সিলেট অঞ্চল	৩৯৪৯১২০	৩৮৫৭২৯৬
৩	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৯৯১৫৯২	২৯৪২২০৪
৪	খুলনা অঞ্চল	২৩৮২৩১০৮	৩২১৬৭৭৭৫
৫	বরিশাল অঞ্চল	৩৮৪৯১০	৪৯১৫৫০
৬	রাজশাহী অঞ্চল	৯২৪৪৪৮৮	১০২৬২৬৭০
	মোট	৫১০০৮৬৪৪	৫৮১৫৭৬৩৭

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান :

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	সেপ্টেম্বর/ ২০১৭ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	২৪৪	২৪৬	--	২৪৬	১৮
চট্টগ্রাম অঞ্চল	১৩৪	১৩৭	--	১৩৭	১৫
রাজশাহী অঞ্চল	১২০	১২৩	--	১২৩	১০
খুলনা অঞ্চল	১৩২	১৩৭	--	১৩৭	০৭
বাংলাদেশ পুলিশ	৩২৭৩	৬৪৮৭	--	৬৪৮৭	১৩৬১
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৬	২১	--	২১	০৫
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	--	--	--	--	--
মোট	৩৯১৯	৭১৫১	--	৭১৫১	১৪১৬

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

মাদকাসক্ত পরিবার এবং সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

পিয়ারা বেগম
(শিক্ষক অব:)
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

জীবনে এক চিরায়িত সত্য হলো যতদিন জীবন আছে ততদিন সমস্যা থাকবেই। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে মানুষভেদে সমস্যার ধরণ ও গতিরেখা ভিন্ন হতে পারে। তবে জীবন থেকে সমস্যাকে ছেঁটে ফেলার কোনো উপায় নেই। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জীবনে কোনো সমস্যা নেই।

তবে এটাও সত্য যে, সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ যদি সমস্যার মুখোমুখি না হত, বাধার মুখে না পড়ত তবে মানুষের অন্তর্গত শক্তি জাগ্রত হত না আর আজকের এই সভ্যতাও গড়ে উঠত না। সময়ের পরিক্রমায় সমস্যা এসেছে, মানুষ তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। আর তা সমাধানকল্পে তার সাহস ও সৃজনশীলতা দিয়ে তার মস্তিষ্করূপী জৈব কম্পিউটারকে ব্যবহার করে সমস্যাকে সম্ভাবনায়, সম্ভাবনাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করে জীবনকে করে তুলেছে অর্থবহ।

সুপ্রিয় পাঠক, খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এত উৎকর্ষের পরেও শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো বিশ্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে মাদক সমস্যা।

যদিও শত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে, উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত।

এমতাবস্থায় দেশের মানুষ হতাশায় ভুগছে একটা চরম আতঙ্ক নিয়ে। কখন জানি, তাদের আদুরে সন্তানটিকে গ্রাস করে ফেলবে ''মাদক'' নামক কেউটের ছোবল। মাদকের লেলিহান শিখা সর্বভুকের মতো বিস্তার লাভ করছে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর তথা শহরতলীর অলি-গলি-ঘুপচি পর্যন্ত। প্রায় প্রতিটি পরিবারে কেউ না কেউ মাদকাসক্ত হয়ে

পড়ছে। সন্তানের নিশ্চিত জীবন নাশের আশঙ্কায় পরিবারে চলছে নীরব আহাজারি ও দুঃখের মাতম! পিতা-মাতা বা অভিভাবকরা তাতে হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, নেতিবাচক চিন্তায় বিপন্ন এবং মানসিকভাবে প্রায় বিপর্যস্ত। তাছাড়া মরণব্যাধি এইড্স বিস্তারে মাদকাসক্তরাই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। অবধারিত মৃত্যুর আর এক আতঙ্ক এইড্স। এটা যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। নেশার অনুষঙ্গ অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কর্মযজ্ঞ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুন-খারাবি, মারামারি প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে চরমভাবে করছে বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

যদিও মাদকাসক্তি কোনো অপরাধ নয়, আর মাদকাসক্তরাও অপরাধী নয়। মাদকাসক্তি মূলত এক ধরনের মনোদৈহিক, আচরণগত ও মানসিক প্রবণতায় উদ্ভূত রোগ। তারা খারাপ নয়, পাগলও নয়। কেবল একজন অসুস্থ ব্যক্তি, একজন রোগী।

তবে অপ্রিয় হলেও এটাই বাস্তবতা যে, এসব নীতিকথা কেবল সভা-সমাবেশ, সেমিনার, বক্তৃতা-বিবৃতিতেই খাটে। উপস্থিত জনতা শোনা পর্যন্তই, বাড়ি পর্যন্ত আর পৌঁছায় না। তাই সমাজে সাধারণ মানুষের নিকট এগুলো ধোপে টিকানো মুশকিল। সমাজ শুধু বোঝে, যারা চুরি করে, ছিনতাই করে, মাদক সেবন করে তারা অপরাধী। তাই মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে চুরি-ছিনতাইজনিত অপরাধের শাস্তির বেলায় কোনো ছাড় নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনেরও নেই কোনো সুযোগ। তাছাড়া তাদের রক্ষা করতে কিংবা সমঝোতার ব্যাপারে কেউই এগিয়ে আসে না। এতে নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোর মাদকাসক্তের অভিভাবকদের হয় চরম ভোগান্তি। চুরির অপরাধে শাস্তি বাবদ জরিমানার টাকা শোধ করতে হয় পরিমাণের চেয়ে দ্বিগুণ, কখনোও বা তিনগুণ। ফলে নিঃস্ব পরিবারটির ঋণের বোঝা বাড়ছে দিনদিন। তাতেই কি শেষ রক্ষা হয়? সাথে বোনাস হিসেবে থাকছে আসক্ত সন্তানের কপালে উত্তম-মধ্যম। আরো আছে চমক! আর তা হচ্ছে ফ্রি হিসেবে পরিবারের সদস্যরা পাচ্ছেন তলোয়ারের চেয়ে শাণিত কটূক্তি। যা অসহায়ক্লিষ্ট, বেদনাভারে জর্জরিত আসক্ত সন্তানের হতভাগ্য পিতা-মাতার মনকে ভেঙে দেয়। গুঁড়িয়ে দেয় তাদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু।

আর মাদকাসক্ত পিতার সন্তানরা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয় প্রতিনিয়ত। রাস্তা-ঘাটে কারণে-অকারণে শুনতে হয় কটূক্তি। ডাইলখোরের পোলা, গাঁজাখোরের মাইয়্যা, বাবাখোরের ভাই, ফেন্সিখোরের বোন ইত্যাদি কথা তাদের শুনতে হয় হর-হামেশা। স্কুল-মক্তবেও তাদের রেহাই নেই, সেখানেও আক্রমণাত্মক উপহাসে জর্জরিত হয় সবাই।

মাদকাসক্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রে তো আরো ভোগান্তি। সামাজিকভাবে এসব স্ত্রীদের লাঞ্ছনা ও ধিক্কারের শেষ নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি তথা পরিবারের সদস্যরাও স্বামীর মাদকাসক্তির জন্য দায়ী করছে স্ত্রীকে। তাদেরকে প্রতিবেশিরা স্বামীর অপরাধে অভিযুক্ত করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কাজকর্ম না পেয়ে তারা অনাহারে, অর্ধাহারে সন্তান-সন্ততি নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে। স্বামীর মাদকের টাকা না দিতে পারলে মারপিটের ঝামেলা তো ডাল-ভাত। স্বামীর মাদকাসক্তির কারণে বহু নারী আজ সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বয়কটের শিকার। এসব নারী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক সময় আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। কেউবা পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে আবার কেউবা বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়। এমন ঘটনা আজ ঘটছে যে, মাদকাসক্ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিবাহ বিচ্ছেদ করেও বাঁচতে পারে নি তারা।

মোটকথা মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজেই নিগৃহীত হন তা নয়, মূলত পুরো পরিবারটি সমাজের কাছে নিন্দিত, ঘৃণিত, অবহেলিত এবং অপরাধী হিসেবে স্বীকৃত ও ধিকৃত হয় এটাই বাস্তবতা। এমনকি মাদকাসক্ত পরিবারটির আত্মীয়-স্বজনরাও ছোটখাট অজুহাতের আঙুল তুলে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে।

মাদকাসক্তি একটা জীবনধ্বংসী রোগ। এ রোগের শেষ পরিণতি উন্মাদগ্রস্ততা অথবা অবধারিত মৃত্যু। এই রোগ একজন ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে করে ক্ষতিগ্রস্ত। নেশাই তার জীবনের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। পার্থিব আনুষঙ্গিক বিষয়কে সে ধর্তব্যে আনে না। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান তথা বন্ধু-বান্ধব পারিবারিক ক্ষেত্রেও এড়িয়ে চলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। নেশার টাকা সংগ্রহ করার চিন্তাই তার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায়। মিথ্যা কথা বলা থেকে শুরু করে নেতিবাচক দিকগুলোতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে নিজস্বতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মোদ্দাকথা নিজের মনের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। আসলে তারা সাময়িক ব্যর্থতাকে জীবনের পরিসমাপ্তি মনে করে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নেতিবাচকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে আবেগ, অনুভূতির মূল্য বুঝতে, অনুধাবন করতে সে অক্ষম। তাইতো পিতা-মাতা, পরিবার সবার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টিকর্তার প্রতিও তার কোনো ভরসা থাকে না। মূলত মানবিক গুণাবলি বিলুপ্তি হতে হতে একসময় সে মানসিক, আত্মিক শূন্যতায় ভুগতে থাকে। সব থেকেও একসময় একাকীত্ব জীবনের অনুষঙ্গ ভেবে মাদকের মাঝে খুঁজে ফিরে স্বস্তি-সুখ, প্রশান্তি। সমাজ, পরিবার তাকে ধিক্কার দিলেও মাদক তাকে ভালবাসার চাদরে আপাদমস্তক মুড়িয়ে রাখে এক পুলকানুভূতির আবহে।

চিকিৎসকরা বলেন, মাদকাসক্তি একটি নিরাময় অযোগ্য রোগ, ঠিক ডায়াবেটিসের মতো। তবে সঠিক চিকিৎসা করলে চিকিৎসকদের পরামর্শমতো নিয়ম-কানুন মেনে চললে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন এমনকি দীর্ঘায়ুও লাভ করা সম্ভব।

তাদের মতে, মাদকাসক্তির জন্ম হয় একটা অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ থেকে। তাই মাদকাসক্তি নিরাময় করতে হলে সর্বাগ্রে ঐ পরিবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ আসক্ত ব্যক্তির পিতামাতা বা অভিভাবকের প্রত্যেকের কাউন্সেলিং বা চিকিৎসা করা জরুরি।

তবে আসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে, তার সদিচ্ছা জাগাতে যে পর্যাপ্ত কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন হয় তাই নয় রোগীর সদিচ্ছা সবসময় দৃঢ় রাখা, চাঙ্গা রাখা এবং অব্যাহত রাখাও চিকিৎসা ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ চিকিৎসকদের মতে, চিকিৎসা গ্রহণের প্রধান শর্ত হচ্ছে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির মাদকমুক্ত হওয়ার সদিচ্ছা।

তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোনো রোগ ও অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবন-চেতনা। কারণ চেতনা বস্তুর চেয়ে তথা শারীরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী। তাই যেকোনো অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শতকরা সত্তর ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে মানসিক অর্থাৎ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়াই সত্তর ভাগ রোগ সৃষ্টির কারণ।

তাহলে বলা যায় সত্তর ভাগ রোগই শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সুস্থ জীবন দৃষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে নিরাময় হতে পারে। তবে মাদকাসক্তি যেহেতু একটি জটিল আচরণগত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, চাই এ ক্ষেত্রে আসক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিরাময়কেন্দ্রে চিকিৎসকরা আসক্ত ব্যক্তির আচরণ বদলানোর প্রয়াসে কাউন্সেলিংসহ রুটিন মাফিক খাবার-দাবার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন। তবে চিকিৎসকরা যা করেন তা নির্দিষ্ট কোর্স পর্যন্ত। তারপর তারা রোগিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন।

আমার মনে হয়, পারিবারিকভাবে কাউন্সেলিং অব্যাহত রাখাও প্রয়োজন তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়। চলনে-বলনে, কথায়-বার্তায় আসক্ত ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়ানো ও তার মনোবল সমুন্নত রাখার জন্য কাউন্সেলিং ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে আসক্ত ব্যক্তির পছন্দের কোনো ব্যক্তি যিনি একজন রোগীর ভরসাস্থল হতে পারেন এমন ব্যক্তিকে বেছে নেয়া যেতে পারে। পিতা-মাতা বা ভাই-বোন বা পরিবার যেকোনো সদস্য কিংবা প্রতিবেশি যে কেউ হতে পারেন কাউন্সিলর।

আমরা তো সবাই মুখে মুখে বড় বড় বুলি আওড়াই, মাদকাসক্তি কোনো ব্যক্তির সমস্যা নয়, কিন্তু এই সমস্যা যেমনি তার নিজের তেমনি তার পরিবারের, সমাজের, সর্বোপরি রাষ্ট্রের। যেহেতু এটি মনুষ্যসৃষ্ট একটি সামাজিক ব্যাধি। সবাই বলে, মাদককে ঘৃণা করো, মাদকাসক্তকে নয়। পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। আসলে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আদৌ কি আমরা পাপীকে, মাদকাসক্তিকে ঘৃণা থেকে মুক্ত রাখতে পারছি? পারছি কি তাদেরকে একটু ভালবাসা দিতে?

সত্যি বলতে কী, এ পৃথিবীতে অসুস্থ মানুষ সহানুভূতি খুব কম পান, তিনি যা পান তা হলো করুণা আর বিরক্তি। কিন্তু মাদকাসক্তরা? অপ্রিয় হলেও এটাই কঠিন এবং নিরেট বাস্তবতা এই যে, মাদকাসক্তরা তাও পান না। তারা যা পান তা হচ্ছে ঘৃণা, অবহেলা, লাঞ্ছনা আর ধিক্কার। আসলে মাদকাসক্ত বা তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ভরসা দেওয়ার লোক নেই, সামনে দাঁড়িয়ে পথ দেখানোর লোক নেই। কিন্তু পিছনে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করার, বাঁশ দেওয়ার লোকের অভাব নেই। অথচ একজন মানুষের ছোট্ট একটি কথা সুগন্ধি ফুলের মতো সৌরভ ছড়াতে পারে। বদলে দিতে পারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির জীবনদৃষ্টি। একটু সহানুভূতি, একটু সাহস, একটু সহমর্মিতা, একটু ভালবাসা, একটু আশার বাণী যদি তাদের দেয়া যেতো তাহলে তারা হয়তো পেতো বাঁচার অনুপ্রেরণা। আসলে মাদকাসক্তরা যা চায় তা হচ্ছে তাদেরকে একটু মানুষ বলে ভাবা হোক।

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই আমার মনে হয়, আসক্ত ব্যক্তির পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আগে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা অতি জরুরি।

স্রষ্টা ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রতিটি সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। আর সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি মানুষকে রেখেছেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের আসল কাজ হলো সৃষ্টিকে লালন, সৃষ্টির অভিভাবকত্ব গ্রহণ। মানুষ ও সব ধরণের সৃষ্টিকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। আসলে নিজের ভালো, নিজের অধিকার সব প্রাণীই বোঝে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী শুধু নিজেরটাই বোঝে, তাইতো মানুষকে বলা হয়েছে অন্যের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী হতে।

সুতরাং, আর দেরি নয়, আসুন মাদকাসক্তদের প্রতি আমরা আমাদের মহানুভবতা ও মানবিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনি। তাদের দুর্বল মনে জাগিয়ে তুলি অটল বিশ্বাস। বিশ্বাস আর ইতিবাচক পরিবেশে আসক্ত ব্যক্তির ইমিউন সিস্টেমকে করবে চাঙ্গা। ফলে তাদের সামগ্রিক নিরাময় প্রক্রিয়া হবে ত্বরান্বিত।

সবশেষে বলছি, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ছিলো অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৯৩ হাজার সেনাদলের একটি সুসংগঠিত বাহিনী। আর এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যারা, সেই মুক্তিবাহিনী ছিলো যুদ্ধ সম্পর্কে কোনোরকম পূর্ব অভিজ্ঞতাবিহীন, নামমাত্র প্রশিক্ষণে তৈরি একটি বাহিনী। যাদের রসদ বলতে গেলে কিছুই ছিলো না।

সে সময়ে পৃথিবীর আধুনিকতম একটি সমর বাহিনীর বিরুদ্ধে নামমাত্র প্রশিক্ষণ এবং রসদ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল যে বাহিনী তাদের কতটা সাহস, মনোবল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে মাত্র ৯ মাসেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করানো যায়, তা সহজেই বোঝা যায়। বাস্তবতা এই যে, বাঙালি জাতির রয়েছে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস ও গৌরবময় অতীত।

হ্যাঁ, আমাদের ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্য বলে, আমরাই সেই গৌরবোজ্জ্বল এক মহান জাতির উত্তরসূরি। এক মহাশক্তি ঘুমিয়ে আছে আমাদের সত্তার গভীরে, আমাদের অস্তিত্বে। তাই আমরা পারবো, আমাদের সোনালি অতীত আর স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কুসুমাস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের দৃঢ় মনোবল আর চেতনাকে লালন করে মাদকের আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করতে।

আমার বিশ্বাস, আমরা আবারও মহান হতে পারি, কালজয়ী ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারি, গড়ে তুলতে পারি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ। এ প্রত্যাশায় স্লোগান তুলছি---

নিজ দায়িত্ব পালন করি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি।

লেখা আহ্বান

আগামী ২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। এ উপলক্ষে একটি স্বরণিকা ও একটি বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিতব্য স্বরণিকা ও বুলেটিনের জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

E-mail: dirpednc bd@gmail.com
যোগাযোগঃ ০১৭০৮-৯০৪০২৭

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোনঃ ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com